ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

প্রিপেইড মিটার গ্রাহক ম্যানুয়াল

Azimpur-Lalbag Non-Unified Pre-Payment Metering System-এর আওতায় আজিমপুর ও লালবাগ এলাকার Wasion কোম্পানির যেসকল মিটারসমূহের নম্বর “DW” এবং “AZ” দিয়ে শুরু সেসকল নন-ইউনিফাইড গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য।

সর্বশেষ হালনাগাদ: ১৯ আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার

সূচিপত্র

০১। ভূমিকা ২

০২। প্রিপেইড মিটার কী? ২

০৩। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের সুবিধা ও গ্রাহকের করণীয়..... ৩

৩.১। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা..... ৩

৩.২। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয় ৪

০৪। বিভিন্ন চার্জ সমূহ ৫

৪.১। ডিমান্ড চার্জ ৫

৪.২। মিটার রেন্ট ৫

৪.৩। এনার্জি চার্জ ৫

৪.৪। মূল্য সংযোজন কর ৬

৪.৫। অন্যান্য চার্জ ৬

০৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ ৮

০৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন? ৮

০৭। **Wasion** প্রিপেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট ৯

০৮। **Wasion** প্রিপেইড মিটারের এরর লিস্ট ৯

০৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি (FAQ) ১০

১০। উপসংহার ১২

প্রিপেইড মিটার

১। ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে এদেশের জনসাধারণের জন্য শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা ও মানসম্মত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার বিদ্যুৎখাতে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক এ খাতের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে তা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে এ খাতকে আধুনিকায়ন, স্মার্ট প্রযুক্তি নির্ভর ও গ্রাহক বান্ধব করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, বিদ্যুৎ বিল শতভাগ আদায়, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সুষ্ঠু লোড ম্যানেজমেন্ট ও জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পোস্টপেইড মিটারের ভূতুড়ে বিলের সমস্যা, গ্রাহকের নিকট সময়মত বিদ্যুৎ বিল না পৌঁছানো, প্রতি মাসে মিটার রিডিং গ্রহণ না করা, ভুল মিটার রিডিং-এর কারণে অতিরিক্ত বিল প্রদানের ঝামেলা, বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা, মিটার রিডারদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ দূর করে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে এবং বিদ্যুৎ খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

২। প্রিপেইড মিটার কী?

প্রিপেইড মিটার এক ধরনের বিশেষ বৈদ্যুতিক মিটার যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার থেকে ধীরে ধীরে টাকা কেটে নেয়া হয় এবং টাকা শেষ হয়ে গেলে মিটারটি এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। অতঃপর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে পুনরায় মিটারটি রিচার্জ করতে হয়। প্রি-পেইড মিটার দুই প্রকার:

(ক) **স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার** ও

(খ) **কী-প্যাড প্রিপেইড মিটার**।

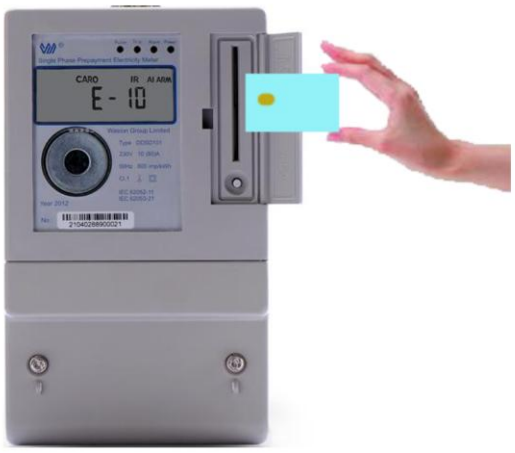

চিত্র-০১ : স্মার্ট কার্ড মিটার

চিত্র-০২: কী-প্যাড মিটার

স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার: স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহককে একটি স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। এই স্মার্ট কার্ডটি ভেন্ডিং স্টেশন থেকে রিচার্জ করে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

কী-প্যাড প্রিপেইড মিটার: কী-প্যাড প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহক ভেন্ডিং স্টেশনে রিচার্জ করতে গেলে তাকে একটি টোকেন নাম্বার দেয়া হয়। সেই টোকেন নাম্বারটি মিটারের গায়ে থাকা কী-প্যাড চেপে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

এছাড়াও মিটার রিচার্জ করার জন্য ব্যবহৃত মিটারিং সিস্টেম সফটওয়্যারের উপর ভিত্তি করে প্রি-পেইড মিটারসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

(ক) ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার: ডিপিডিসি'র ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত মিটারসমূহকে ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার বলা হয়ে থাকে। হেক্সিং মিটার, টিএসএস মিটার, যমুনা মিটার, ইনহে মিটার, BSECO মিটার কোম্পানির সকল মিটার ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং মিটার রিচার্জ/ভেন্ডিং সংক্রান্ত সকল কাজ উক্ত মিটারিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। Wasion মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর "DW" এবং "AZ" দিয়ে শুরু হয়েছে, সেসকল মিটার বাদে বাকি মিটারসমূহ ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

(খ) নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার: ডিপিডিসি'র নন-ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত মিটারসমূহকে নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার বলা হয়ে থাকে। আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় Wasion মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর "DW" এবং "AZ" দিয়ে শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র সেসকল মিটারসমূহ নন-ইউনিফাইড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এই মিটারগুলোকে **নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার** বলা হয়ে থাকে।

কয়েকটি নন-ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটারের নম্বর উদাহরণস্বরূপ নিচে উল্লেখ করা হলো:

AZ 00004371, AZ 00001998, AZ 00005989, AZ 00005375, AZ 00004948, AZ 000077897
DW20047987, DW40009628, DW20049984, DW20047777, DW40006626, DW20049222

৩। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারে সুবিধা ও গ্রাহকের করণীয়

৩.১। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা

প্রিপেইড মিটার স্থাপনের ফলে গ্রাহক নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাচ্ছেন:

(ক) গ্রাহক যেকোন সময়ে দেখতে পারবেন যে, তার কত টাকা খরচ হয়েছে আর কত টাকা অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ ব্যবহৃত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ খরচ মনিটরিং করতে পারে।

(খ) বিদ্যুৎ বিল বকেয়া না হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুশ্চিন্তা নেই।

(গ) ভুল মিটার রিডিং এর কারণে অতিরিক্ত বিল কিংবা ভূতুড়ে বিলের কোনো ঝামেলা নাই। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অনুযায়ী মিটার থেকে টাকা কর্তন করা হবে।

(ঘ) মিটারে ব্যালেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহককে লো-ক্রেডিট সংকেত দিবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহক আরও অধিক সচেতন হবে এবং যথাসময়ে রিচার্জ/ভেন্ডিং করতে পারবে।

(ঙ) গ্রাহকের সুবিধার্থে প্রতিদিন বিকাল ০৪:০০ টা থেকে পরের দিন সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত ফ্রেন্ডলি আওয়ার হিসেবে এবং সাপ্তাহিক ছুটিসহ সকল ছুটির দিন মিটারের ব্যালেন্স শেষ হলেও ক্রেডিট-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকে, যা পরবর্তী রিচার্জের সময় সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

(চ) জরুরি মুহূর্তে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে মিটারে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স চালুর মাধ্যমে (সিঙ্গেল ফেজ মিটার: ২০০ টাকা ও থ্রি-ফেজ মিটার: ৫০০ টাকা পর্যন্ত) গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন, যা পরবর্তী রিচার্জের সময় সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

(ছ) প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হয় না। ঘরে বসেই বিকাশ, রকেট প্রভৃতির মাধ্যমে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করা যায়। ফলে বিল পরিশোধের সময় সাশ্রয় হয়।

(জ) প্রিপেইড মিটার গ্রাহকগণ ০.৫% হারে রিবেট স্বরূপ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

(ঝ) প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ফলে ভাড়াটিয়া কিংবা সরকারি আবাসনে বিলিং জটিলতা নিরসন হয়।

৩.২। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয়

প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে মিটারসমূহ ব্যবহারে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রিপেইড মিটারের কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রাহকের জানা থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনে ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ম্যানুয়াল দেখা যেতে পারে। এছাড়াও নিকটস্থ এনওসিএস দপ্তরসমূহে এবং ডিপিডিসি'র কলসেন্টারে (১৬১১৬) যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয় সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) স্মার্ট-কার্ড প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে, রিচার্জের জন্য স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে সোজাসুজিভাবে প্রবেশ করাতে হবে। স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশের পর তাড়াহুড়ো করে বের করে নেওয়া যাবে না। মিটারটি সফলভাবে রিচার্জ সম্পন্ন হওয়ার সংকেত মিটারের স্ক্রিনে দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর স্মার্ট-কার্ডটি বের করতে হবে।

(খ) কী-প্যাড প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে, মিটারে টোকেন প্রবেশের সময় কী-প্যাডের বাটনসমূহ হাতের আঙুলের সাহায্যে যত্নের সাথে চাপতে হবে। জোরে জোরে কী-প্যাড চাপা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাতের আঙ্গুল ব্যতিত লাঠি, কাঠ বা কোন ধাতব দণ্ডের সাহায্যে কী-প্যাড চাপ দেওয়া যাবে না।

(গ) প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হতে হবে।

(ঘ) প্রিপেইড মিটারের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সংযোগে কোনো রকম পরিবর্তন করা যাবে না।

(ঙ) প্রিপেইড মিটারের কোনো সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে বা প্রিপেইড মিটারের অন্য কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে ডিপিডিসি'র সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করবেন। গ্রাহক কর্তৃক মিটারের টার্মিনাল কভার খোলা যাবে না।

(চ) কোনো অবস্থাতেই গ্রাহক নিজে অথবা কোনো ইলেক্ট্রিশিয়ান দিয়ে প্রিপেইড মিটার মেরামত বা সমস্যা দূরীকরণের জন্য কোন কিছু করবেন না।

(ছ) গ্রাহক কর্তৃক নিজে কিংবা গ্রাহকের পক্ষে কোনো ইলেক্ট্রিশিয়ান কর্তৃক প্রি-পেইড মিটারের ক্ষতিসাধন, পরিবর্তন বা অনুরূপ কোন কার্যসাধন করেন, সেক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

(জ) প্রিপেইড মিটার সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করুন অথবা ডিপিডিসি'র কলসেন্টারে (১৬১১৬) যোগাযোগ করুন।

৪। বিভিন্ন চার্জ সমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (**BERC**) কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার জন্য চার্জ/ফি নির্ধারণ করে থাকে। জনস্বার্থে এই হার সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ **ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্ধারিত নিম্নলিখিত চার্জ সমূহ প্রিপেইড মিটারে আরোপ করা হয়েছে:

৪.১। ডিমান্ড চার্জ

ডিমান্ড চার্জ হলো গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের বিপরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মালামাল এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রহণকৃত চার্জ। অনুমোদিত লোডের জন্য প্রতি মাসে ০১ (এক) বার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়। একই মাসে ২য় বা পরবর্তী রিচার্জের ক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয় না। যদি গ্রাহক কোনো মাসে ভেন্ডিং করে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়ে থাকে। 'এলটি-এ: আবাসিক' শ্রেণির সিঙ্গেল ফেজ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রতি কিলোওয়াট ৪২ টাকা হারে প্রতিমাসে একবার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়ে থাকে। এই চার্জ পোস্টপেইড মিটারের ক্ষেত্রে পূর্বেই প্রচলিত ছিল।

উদাহরণ: ধরা যাক, '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর সিঙ্গেল ফেজের গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট ৪২ টাকা হারে তার প্রতিমাসে ডিমান্ড চার্জ হবে **৩×৪২ = ১২৬ টাকা**।

৪.২। মিটার রেন্ট

বিদ্যুৎ বিভাগের ০৭ মে, ২০১৭ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রিপেইড মিটার বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হলে গ্রাহককে প্রতি মাস ০১ (এক) বার সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার রেন্ট দিতে হবে। একই মাসে ২য় বা পরবর্তী রিচার্জের ক্ষেত্রে মিটার রেন্ট কর্তন করা হয় না। যদি গ্রাহক কোনো মাসে ভেন্ডিং করে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে মিটার রেন্ট কর্তন করা হয়ে থাকে। প্রিপেইড মিটারের ভাড়া আদায় পদ্ধতি বিদ্যুৎ সংযোগ বহাল থাকা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং কোনো সময় মিটারের কোনো ত্রুটি মেরামত করার প্রয়োজন হলে বা মিটার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সংস্থা/কোম্পানি নিজ ব্যয়ে তা করবে এবং গ্রাহক মাসিক ভিত্তিতে মিটার রেন্ট প্রদান করবে। গ্রাহক নিজে খোলাবাজার থেকে মিটার ক্রয় করলে সেক্ষেত্রে মিটার রেন্ট দিতে হবে না। অর্থাৎ প্রিপেইড মিটার গ্রাহকের মালিকানাধীন হলে কোনো মিটার রেন্ট প্রযোজ্য নয়।

৪.৩। এনার্জি চার্জ

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার/ট্যারিফ রেট অনুযায়ী গ্রাহকের মিটার থেকে এনার্জি চার্জ কর্তন করা হয়।

৪.৪। মূল্য সংযোজন কর

বিদ্যুৎ বিলের উপরে সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। **ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রাহকের মোট বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে প্রতিবার রিচার্জ/ভেন্ডিং করার সময় মূল্য সংযোজন কর কর্তন করা হবে।

৪.৫। অন্যান্য চার্জ

ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট এবং মূল্য সংযোজন কর ছাড়াও অন্যান্য চার্জ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নিয়ম অনুসারে প্রতিমাসে একবার কাটা হবে (**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে**)।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম সফটওয়্যার (**Pre-Payment Metering System Software**) দ্বারা ভেন্ডিং করার সময় এনার্জি চার্জ (প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য চার্জ) ব্যতীত ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট এবং ভ্যাট কর্তন করা হয়। শুধুমাত্র এনার্জি চার্জ প্রিপেইড মিটার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার থেকে ট্যারিফ রেট অনুযায়ী ধীরে ধীরে কেটে নেওয়া হয়।

উদাহরণ-০১:

ধরা যাক, জালাল সাহেব '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং ফেব্রুয়ারি মাসেও যদি রিচার্জ করে থাকেন তাহলে **সিঙ্গেল-ফেজ** মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	১২৬.০০
মিটার রেন্ট	১ মাস x ৪০	৪০.০০
মোট চার্জ		**২৩৭.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৪০-৭১.৪৩)	৬.৯১
মোট এনার্জি	১৫০০ – ২৩৭.৪৩ + ৬.৯১	**১২৬৯.৪৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১২৬৯.৪৮ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ** মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	১২৬.০০
মিটার রেন্ট	১ মাস x ২৫০	২৫০.০০
মোট চার্জ		**৪৪৭.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-২৫০-৭১.৪৩)	৫.৮৬
মোট এনার্জি	১৫০০ – ৪৪৭.৪৩ + ৫.৮৬	**১০৫৮.৪৩**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১০৫৮.৪৩ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণ-০২:

ধরা যাক, জালাল সাহেব '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং ফেব্রুয়ারি মাসে যদি রিচার্জ না করে থাকেন তাহলে **সিঙ্গেল-ফেজ** মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	২ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	২৫২.০০
মিটার রেন্ট	২ মাস x ৪০	৮০.০০
মোট চার্জ		**৪০৩.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৮০-৭১.৪৩)	৬.৭১
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৪০৩.৪৩ + ৬.৭১	**১১০৩.২৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১১০৩.২৮ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ মিটার** হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	২ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৪২)	২৫২.০০
মিটার রেন্ট	২ মাস x ২৫০	৫০০.০০
মোট চার্জ		**৮২৩.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৫০০-৭১.৪৩)	৪.৬২
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৮২৩.৪৩ + ৪.৬২	**৬৮১.১৯**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **৬৮১.১৯ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণ-০৩:

ধরা যাক, জালাল সাহেব '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ০৩ (তিন) কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং মার্চ মাসে তিনি পূর্বেও কোন রিচার্জ করে থাকেন তাহলে **সিঙ্গেল-ফেজ** মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	০.০০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ৪০	০.০০
মোট চার্জ		**৭১.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৭১.৪৩)	৭.১১
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩ + ৭.১১	**১৪৩৫.৬৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৪৩৫.৬৮ টাকা** ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ** মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিলোওয়াট x ৪২)	০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ২৫০	০
মোট চার্জ		**৭১.৪৩**
রিবেট ০.৫%	০.৫/১০০.৫*(১৫০০-৭১.৪৩)	৭.১১
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩ + ৭.১১	**১৪৩৫.৬৮**

(ফেব্রুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৪৩৫.৬৮ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ:

ডিপিডিসি'র নির্ধারিত প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পয়েন্টকে **ভেন্ডিং স্টেশন (Vending Station)** বলে। এই মুহূর্তে ডিপিডিসি'র প্রি-পেইড মিটারের ভেন্ডিং নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশনে, বিভিন্ন ব্যাংকে, রবি, গ্রামীণফোন, রকেট, **TeleCash** ও **MYCash** এর নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমে **POS** মেশিন/মোবাইল অ্যাপস দিয়ে রিচার্জ করা হয়ে থাকে। ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ পূর্ণ ঠিকানা জানতে নিম্নের অ্যাড্রেসটি ভিজিট করুন:

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending

৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন

উপরে উল্লেখিত ভেন্ডিং স্টেশনসমূহ থেকে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ/ভেন্ডিং করে প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। যখন রিচার্জের প্রয়োজন হবে তখন নিচের চিত্রের অনুরূপ পদ্ধতিতে মিটারে কার্ড/টোকেন প্রবেশ করিয়ে **GOOD** অথবা **SUCCESS** লেখা না দেখানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

চিত্র-০৩: কার্ড প্রবেশের নিয়ম

চিত্র-০৪: টোকেন প্রবেশের নিয়ম

৭। Wasion প্রিপেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট

বর্তমানে ডিপিডিসিতে নন-ইউনিফাইড গ্রাহকদের জন্য **Wasion Group** কর্তৃক সরবরাহকৃত সিঙ্গেল-ফেজ এবং থ্রি-ফেজ প্রিপেইড মিটার ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে উক্ত কোম্পানির মিটারসমূহের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত বিভিন্ন কোড এর বর্ণনা দেওয়া হলো:

কোড (সিঙ্গেল ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
০২	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য।
০৩	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য।
০৪	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য।
০৬	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য।
০৭	

কোড (থ্রি ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
০০৩	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য।
০০৫	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য।
০৩৪	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
২০৮	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য।
২২২	চলতি মাসে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ দেখার জন্য।

৮। Wasion প্রিপেইড মিটারের Error লিস্ট

ডিপিডিসিতে আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় ব্যবহৃত Wasion Group কর্তৃক সরবরাহকৃত মিটারসমূহে বিভিন্ন সময়ে যে সব এরর ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হয় তার তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কোড	কোডের অর্থ
০৭০০	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম।
০১০৩	কার্ডটি থ্রি-ফেজ মিটারের।
০৪০০	মিটারের সাথে কার্ডের সিকোয়েন্স এ অমিল।
০৫০০	কার্ড রিডিং – এর পূর্বেই মিটার থেকে খুলে ফেলা হয়েছে।
০১০২	সিস্টেম আইডির সাথে মিটারের আইডির অমিল।
০১০১ ০১০৭	কার্ডটি এই মিটারের নয়।
০২৮০	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম।
০৪৪১	কার্ডটি সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের।
০৪৮১	মিটারের সাথে কার্ডের সিকোয়েন্স এ অমিল।
০২৪১ ০২৪৫	কার্ডটি এই মিটারের নয়।

৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি (FAQ)

(ক) প্রিপেইড মিটারে পোস্ট-পেইড মিটারের চেয়ে বিল কি কম/বেশি আসে?

উত্তর: না। প্রিপেইড মিটারে পোস্টপেইড মিটারের সমান পরিমানে বিল হবে। পোস্ট-পেইড মিটারের বিল প্রতি ইউনিটের জন্য যেই মূল্যহারে হিসাব করা হয়, সেই একই মূল্যহার প্রিপেইড মিটারের মেমোরিতে দেওয়া আছে। তাই দুই ধরণের মিটারেই বিদ্যুৎ বিল সমান হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বা ট্যারিফ পরিবর্তন করে থাকে যা পোস্টপেইড মিটার এবং প্রিপেইড মিটার – উভয় ধরণের মিটারের ক্ষেত্রেই একই সাথে প্রযোজ্য হয়।

(খ) এক এলাকার গ্রাহক অন্য এলাকায় কার্ড রিচার্জ করতে পারবে কি না?

উত্তর: আজিমপুর এবং লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন নন-ইউনিফাইড মিটারের গ্রাহকগণ আজিমপুর এবং লালবাগ ব্যতিত অন্য এলাকায় রিচার্জ করতে পারবেন না। তবে, ডিপিডিসির যেকোন এলাকার ইউনিফাইড গ্রাহক অন্য যেকোন এলাকায় যেখানে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করতে পারবেন।

(গ) স্মার্ট কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে করনীয় কী?

উত্তর: কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। আজিমপুর এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন গ্রাহকগণকে ডিপিডিসির আজিমপুর এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে এবং লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন গ্রাহকগণকে ডিপিডিসির লালবাগ এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমান ফী প্রদান করে গ্রাহক নতুন কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। যদি নষ্ট অথবা হারানো কার্ডে কোন রিচার্জ ব্যালেন্স থাকে তা নতুন কার্ডে দিয়ে দেওয়া হবে।

(ঘ) এক মিটারের স্মার্ট কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তর: এক মিটারের কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে না। কারণ প্রতিটি কার্ড একটি নির্দিষ্ট মিটারের সাথে মিটারিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা আছে। কার্ডটি যেই মিটারের শুধুমাত্র সেই মিটারটি উক্ত কার্ড দিয়ে রিচার্জ করা যাবে। কোনোক্রমেই এক মিটারের জন্য নির্দিষ্ট স্মার্ট কার্ড অন্য কোনো প্রিপেইড মিটারে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঙ) মিটারে অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে কোথায় যোগাযোগ করব?

উত্তর: মিটারে অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

(চ) কার্ডে রিচার্জ করে মিটার রিচার্জ না করে রেখে দিলে ব্যালেন্স কি চলে যায়?

উত্তর: স্মার্ট কার্ড ভেন্ডিং/রিচার্জ করার পর প্রিপেইড মিটারে রিচার্জ না করে স্মার্ট কার্ডটি অব্যবহৃত অবস্থায় রেখে দিলে কোনো সমস্যা নেই। পরবর্তীতে যেকোনো সময় স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করালে রিচার্জকৃত উক্ত পরিমাণ টাকা প্রিপেইড মিটারে সফলভাবে রিচার্জ হবে।

(ছ) এক মাসে একের অধিক রিচার্জ করলে কি প্রতিবারই ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটবে?

উত্তর: না। যেকোনো মাসে প্রথমবার রিচার্জ করার সময় এই মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটবে এবং যদি পূর্বের কোন মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া বকেয়া থাকে তবে সেই চার্জ কাটবে। এরপর একই মাসের পরবর্তী যেকোনো রিচার্জে ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া কাটা হবেনা।

(জ) বাসায় বসে অথবা অনলাইনে স্মার্ট কার্ড মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তর: বর্তমানে ডিপিডিসির সরবরাহ করা স্মার্ট কার্ড মিটার বাসায় বসে অথবা অনলাইনে রিচার্জ করা যাবে না। রিচার্জ করার জন্য মিটারের কার্ড নিয়ে যেসব জায়গায় রিচার্জ করার সুবিধা আছে সেখানে যেতে হবে। কোন কোন জায়গায় রিচার্জ করা যাবে তার তালিকা ডিপিডিসির ওয়েব সাইটে দেওয়া আছে।

(ঝ) রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে কি?

উত্তর: রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে না। মিটারে এই সময়টা ফ্রেন্ডলী আওয়ার হিসেবে উল্লেখ করা আছে। এই সময় যে পরিমান বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে মিটার তা নেগেটিভ হিসেবে জমা রাখবে এবং পরবর্তীতে মিটার রিচার্জ করা হলে ব্যালেন্স থেকে কেটে নিবে।

(ঞ) Emergency Credit কীভাবে Active করতে হয়?

উত্তর: স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে ঐ মিটারের ইউজার স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করালে Emergency Credit Active হয়ে যাবে এবং কী প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে ০০ লিখে এন্টার বাটন চাপ দিলে Emergency Credit Active হয়ে যাবে।

(ট) Over load এর কারণে মিটার বন্ধ হলে তা কীভাবে জানা যাবে এবং তখন করনীয় কী?

উত্তর: Over load এর কারণে মিটার বন্ধ হওয়ার পূর্বে অ্যালার্ম দিবে এবং Load কমানো না হলে মিটারটি কিছু সময় পর পর পাঁচবার ট্রিপ করবে। তারপরও যদি Load কমানো না হয় তাহলে মিটারটি ৩০ মিনিটের জন্য অফ হয়ে যাবে। ৩০ মিনিট পর Load কমানো না হলে মিটারটি পুনরায় পূর্বের মত অ্যালার্ম দিবে।

(ঠ) কোথায় থেকে ভেন্ডিং করবো?

উত্তর: আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের নন-ইউনিফায়েড মিটার গ্রাহকগণ শুধুমাত্র আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশন অথবা POS মেশিনের সাহায্যে ভেন্ডিং করতে পারবেন।

(ড) কোথায় ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা পাওয়া যাবে?

উত্তর: ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ তাদের ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের এড্রেসটি ভিজিট করুন: **https://dpdc.org.bd/prepaid/vending**

(ঢ) মিটারে কার্ড প্রবেশ করার পর অথবা টোকেন ইনপুট করার পর "INVALID SEQUENCE" এরর দেখালে কী করব?

উত্তর: প্রথমে মিটারের বর্তমান টোকেন SEQUENCE কত তা বাটন চেপে দেখে নিব। যদি মিটারের বর্তমান SEQUENCE থেকে রির্চাজ স্লিপের SEQUENCE একের অধিক হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করে মিটারের বর্তমান SEQUENCE এর পরের টোকেন গুলো স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে কার্ডে রাইট করে নিতে হবে অথবা কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে টোকেন গুলো প্রিন্ট করে নিতে হবে।

১০। উপসংহার

বিদ্যুৎ খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে চলছে। প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহকগণ মিটার থেকে নিজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে সহজেই নিকটস্থ ভেন্ডিং স্টেশন থেকে প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করতে পারে। প্রিপেইড মিটারের কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রাহকের জানা থাকা আবশ্যক। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে মিটারসমূহ ব্যবহারে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের অত্র ম্যানুয়ালটি গ্রাহকদের জন্য প্রিপেইড মিটার ব্যবহার বিধি ও সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা প্রদানে সহায়ক হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। দায়িত্বশীলতা ও যত্নের সাথে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রিপেইড মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরনের জন্য ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট থেকে একান্ত সহযোগিতা কামনা করছে।

সমাপ্ত